Sanatan Dharma

তর্পণ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ

তর্পণ ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ

বর্তমানে বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে ও বিভিন্ন কারনে আমাদের সনাতন ধর্মালম্বীদের অনেকে আচার-অনুষ্ঠান প্রায় লুপ্ত, পিতৃ তর্পণ ও তেমনই একটি, বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে আজ তার অর্থ অজানা। বর্তমান দিনে অনেকেই আবেগের বশে পিতৃতর্পণ করে থাকেন কিন্তু কি করছেন বা কিসের জন্যই বা করছেন তা রয়ে যাচ্ছে অজানা,আসুন জেনে নিই কিছু অজানা তথ্য এই তর্পণ বিষয় নিয়ে!!!!

গত ২২ শে আগষ্ট২০২০ গনেশচতুর্থী উদযাপন হয়ে গেলে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর২০২০ অনন্তচতুর্দশীর পুন্যলগ্নে গনেশ উৎসব পালিত হবে। তারপরের দিন থেকেই অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার ইং ২০২০ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৬ চান্দ্রদিবস ব্যাপি পিতৃপক্ষ কাল শুরু হবে।।

সাধারনত এক পক্ষ চান্দ্রমাসের ১৫টি তিথি কিন্তু এই পিতৃপক্ষে চান্দ্রের ষোলকলা ধার্য করে পিতৃপক্ষ কাল পালনীয়!!(পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা মোট ষোলটি তিথি) যদিও এবিষয়ে "অত্রকার্য্যে নিরবকাশে ন বহু সম্মত" বলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।।

যাইহোক পিতৃপক্ষ কি? এবং কেন এই পক্ষকাল হিন্দু ধর্মের মানবজাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা জানার প্রয়োজন আছে!!

চান্দ্র ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার তিথি থেকে পরের অমাবস্যা বা মহালয়ার(দেবীর আগমনের সুচনা তিথি) দিন পর্যন্ত দিন গুলিকে পিতৃপক্ষ বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় তথ্যসুত্র অনুসারে এই পিতৃপক্ষের সময়ে স্বর্গত পিতৃপুরুষেরা যমালয় থেকে মর্ত্যলোকে আসেন তাঁদের বংশধরের কাছে অন্ন জল গ্রহন করতে, তাদেরকে এই অন্ন জল প্রদান করার বিধির নামই পার্বনশ্রাদ্ধ ও তর্পণ বিধি। সেই সময় তারা নিজ বংশধরের প্রদত্ত অন্ন জল তিলাঞ্জলী গ্রহন করে পরিতৃপ্ত হন এবং নিজ বংশের উত্তরাধিকারীদের আর্শীবাদ প্রদান করেন।।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বা তর্পনের শাস্ত্রীয় বাখ্যা কি??

তর্পণ শব্দের ব্যুত্পত্তি হল তৃপ + অনট, তৃপ্ ধাতুর অর্থ তৃপ্তি সাধন করা, এখানে তৃপ্তি সাধন বলতে দেব-ঋষি- পিতৃ-মনুষ্যগণের তৃপ্তসাধনকে বোঝানো হয়েছে।।সাধারণভাবে মৃত পূর্বপুরুষগণকে জলদান করাকেই তর্পণ বলা হয়।। আমরা মহাভারতের যুদ্ধোত্তর পর্ব্বে জানতে পারি যে, মহাবীর কর্ণের আত্মা স্বর্গে গেলে সেখানে তাঁকে খেতে দেওয়া হয় শুধু সোনা আর ধনরত্ন। তার কারণ কর্ণ যখন ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন ইন্দ্র বললেন হে দানবীর কর্ণ তুমি সারাজীবন শুধু সোনাদানাই দান করেছো এবং পিতৃপুরুষকে অন্ন জলদান করোনি তাই এই অবস্থা। তার উত্তরে কর্ণ বলেন যে তাঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় আমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগের রাতেই জানতে পেরেছিলাম, যখন পান্ডবমাতা কুন্তী এসে আমার জন্ম কাহিনির পরিচয় দেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভ্রাতা অর্জুনের হাতেই আমার শরীরের মৃত্যু হয়। সেই হেতু পিতৃতর্পণ আমি করতে পারি নাই। তখন ইন্দ্র বুঝলেন যে এতে কর্ণের কোন দোষ নেই। তিনি কর্ণকে পনেরো দিনের জন্য মর্ত্যে ফিরে গিয়ে পিতৃপুরুষকে জল ও অন্ন দিতে

অনুমতি দেন। ইন্দ্রের কথা মতো এক পক্ষকাল ধরে মহাবীর কর্ণ মর্ত্যে অবস্থান করে জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্তব্য পালন করে পিতৃপুরুষদের অন্নজল প্রদান করেন ও নিজের পাপ দূর করেন। সেই পক্ষটিই পরিচিতি হল পিতৃপক্ষ নামে। এই পিতৃ তর্পণের পরিচয় মার্কণ্ডেয় পুরাণেও পাওয়া যায় সেখানে বলা হয়েছে যে পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তুষ্ট হলে স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান ও দীর্ঘায়ু এবং পরিশেষে উত্তরপুরুষকে স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

হিন্দুধর্মে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কেন করণীয়??

তর্পণ একটি নিত্যকর্ম।। তর্পণ প্রতিদিনই করা উচিত শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে নিত্যকর্ম না পালন করলে তার প্রত্যবায় ঘটে বা অপরাধ হয় সোজা কথায় পাপ হয় তাই নিজের পাপমুক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য পালন রূপে মানব জাতিকে এই পিতৃতর্পণ করা উচিত।। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না,তাই আমাদের পিতৃগণের দেহে যে আত্মা ছিলেন তিনি এখন যে শরীরেই অবস্থান করুন সেই শরীরেই জলক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের দ্বারা তিনি তৃপ্তি লাভ করে থাকেন, শাস্ত্রমতে তর্পণ জলের ও শাস্ত্রীয় দ্রব্যের পরমাণু অর্থাত্ সূক্ষ্মতম কণা মন্ত্রবলে তাঁর বর্তমান দেহের ভক্ষ্য বস্তুর পর মাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে তাই দেব-ঋষি-পিতৃ- মনুষ্যগণের তর্পণ করলে তাঁরা খুশি হন ও বিনিময়ে তাঁরা আমাদের সুখ,সমৃদ্ধি, সাফল্য,পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু দান করেন।।

তর্পণাদি কার্য্যে কি সকলেরই অধিকার আছে?

হ্যাঁ,। পিতৃ মাতৃ বিয়োগান্ত ব্যক্তিমাত্রেরেই তর্পন করা বিধেয়, যদি কোনো কারনবশতঃ পিতা মাতা জীবিতকালে পিতৃপক্ষে স্বীয় পুর্বপুরুষের তৃপ্তির কামনায় তর্পন করতে অসমর্থ হন,সেক্ষেত্রে পৌত্রাদিগন অবশ্য কর্তব্য রুপে স্বীয় পুর্বপুরুষের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করতে পারেন।। (স্মৃতি চিন্তামনি ২৯৪ পৃঃ)

তর্পণ কিভাবে করবেন ও কখন কার জন্য করবেন??

আচার্য বৌধায়নের মতে নদীতীরে তর্পণ করাই শ্রেয়।তবে প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী বা স্থলেও তর্পণ করা যায়,স্থলে তর্পণ করলে তর্পণজল তামার পাত্রে ফেলতে হবে এবং শেষে তা নদী, পুষ্করিণী বা পবিত্র স্থানে ফেলতে হবে।। এটিই স্মার্ত্তবিধান প্রচলিত।। পুর্বপুরুষের বিদেহী আত্মার তুষ্টিবিধান করার জন্য যারা গয়াপিন্ড দান করেছেন তারাও এই পিতৃপক্ষ সময়ে সেই পুর্বপুরুষের মৃততিথির দিবসে বা শেষদিবস অর্থাৎ অমাবস্যায় অবশ্যই তিলাঞ্জলী প্রদান করবেন।। তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল,তিল,কুশ, হরিতকী, তুলসীপাতা, সাদা ফুল নিয়ে নাভীপ্রমান নদী বা পুস্করিণীতে জলে মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ মুখনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণ শ্রবন করে যথাবিধি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পন করা বিধেয় তবেই তা ফলপ্রসু হয়।।

পিতৃপক্ষে কি শুধু পিতৃতান্ত্রিক তর্পণ করা হয়???

না, শুধুমাত্র পিতৃতর্পণই এসময়ে করা হয় না, তর্পণের শুরুতেই করা হয় *দেব-তর্পণ* এই মন্ত্রে ‘ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্।। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্।ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাম্।। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্।

এই চার জন ছাড়াও মন্ত্র ও জল দ্বারা দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রুরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ যা হল গরুড়জাতীয় পক্ষী ও বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারন পক্ষী, বিদ্যাধর কিন্নর, জলচর, খেচর, ভূত এবং পাপে ও ধর্মকার্য্যেরত যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করা হয় ।

দেবতর্পণের পর করা হয় *ঋষি-তর্পণ* যার মন্ত্রের অর্থ কিছুটা এই সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ আপনারা সকলে আমার প্রদত্ত জলে সর্বদা

তৃপ্তিলাভ করুন, এবং মন্ত্র ও জল দ্বারা আমরা মরীচি, অত্রি,অঙ্গিরা,পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু,প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগনের তর্পণ করি।
এরপর *দিব্য-পিতৃ-তর্পণে* আমরা নিজ নিজ পুর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে সাতটি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিব্য পিতৃ গনের উদ্দেশ্যে দান করে থাকি।মন্ত্রে বলা হয়, হে আমার পূর্ব্বপুরুযগণ আসুন, এই অঞ্জলি পরিমিত জল গ্রহণ করুন, পিতৃপুরুষগনকে ও স্বর্গত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, গুরু, জ্যেঠা, খুড়া, বিমাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্যেঠী, খুড়ী, পিসি,মাসী, মাতুল, মাতুলানী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগ্নিপতি, জ্ঞাতি, আদি যতজন যে সকল দেহত্যাগ করেছেন তাঁদের সকলের নামে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করে তর্পণ করা হয়।
তর্পণের সবচাইতে সুন্দর যে অংশটি যা আমাকে অতিশয় অভিভূত করে সে হল আমার বংশে যে সকল জীব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছেন বা যাদের দাহাদি সংস্কার হয়েছে বা যারা দগ্ধ হন নাই কিংবা কেউই তাদের দাহাদি-সংস্কার কার্য্য করে নাই তাদেরও তৃপ্তি ও স্বর্গ লাভের জন্যে
ওঁ নমঃ অগ্নিদদগ্ধাশ্চ যে জীবা... এই মন্ত্র সহকারে জল দান করা এবং
ওঁ নমঃ যে বান্ধবা অবান্ধবা বা... ইতি মন্ত্রে আমাদের যে সকল আমাদের বন্ধু ছিলেন এবং যে সকল আমার বন্ধু নন, যে সকল জন্ম-জন্মান্তরে আমাদিগের বন্ধু ছিলেন, এবং যারা আমাদের নিকট হইতে জলের প্রতাশা করেন, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভের জন্যে ও তর্পণ করা হয়। এরপর আমরা করি *ভীষ্ম-তর্পণ* এই মন্ত্রের অর্থ কিছুটা এই যে বৈয়াঘ্রপদ্য যার গোত্র,সাঙ্কৃতি যার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল দিচ্ছি।শান্তনু-তনয় বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবর্ম্মা এই জল দ্বারা পুত্র-পৌত্রচিত তর্পণাদি-ক্রিয়া-জনিত তৃপ্তি লাভ করুন।

ভীষ্ম-তর্পণের পর করা হয় *রাম-তর্পণ* সম্পূর্ণ তর্পণ করা সম্ভব না হলে শুধু এই তর্পণ করলেই হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত, রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালে এই মন্ত্রেই তর্পণ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। রাম তর্পণ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে ‘ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোক সমীপে অবস্থিত জীবগণ,যথা যক্ষ, নাগাদি, দেবগণ, যথা ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি, ঋষিগণ যথা মরীঢি, অত্রি, অঙ্গিরাদি, পিতৃগণ,মনুষ্যগণ সনক, সনন্দ প্রভৃতি, পিতৃ- পিতামহাদি এবং মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হোন।আমার কেবল এই জন্মের নয়, আমার বহুকোটিকুল, বহু জন্মান্তরে গত হয়েছেন, সেই সকল কুলের পিতৃ-পিতামহাদি, সপ্তদ্বীপবাসী যথা জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, সমুদয় মানবগণের পিতৃ-পিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হোন। তারপরে করা হয় *লক্ষণ-তর্পণ* বলা হয়েছে যে রাম-তর্পণেও অশক্ত হলে এই তর্পণ করা হয়, কারণ বনবাসকালে রাম ও সীতার সেবায় ব্যাস্ত থাকার সময় সময়াভাবে, লক্ষণ শুধু যে মন্ত্রে তর্পণ করতেন তার অর্থ হল‘ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ, জগতের লোক, স্থাবর জঙ্গমাদি, সকলে তৃপ্ত হোন’।তারপর বস্ত্র নিংড়ানো জলে যাদের কেউ কোথাও নাই তাদের তর্পণ করা হয়, সেই মন্ত্রের বাংলায় যার অর্থঃ‘যারা আমাদের বংশে জন্মে পুত্রহীন ও বংশহীন হয়ে গত হয়েছেন, তারা আমার এই বস্ত্র-নিংড়ানো জলে তৃপ্ত হোন। তারপর ওঁ নমঃ পিতা-স্বর্গঃ পিতা-ধর্ম্মঃ..মন্ত্রে করা হয় পিতৃস্তুতি!! যার অর্থ..পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা অর্থাৎ পিতা সেবাই তপস্যা, পিতা প্রসন্ন হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন!!

এরপর, পিতৃপ্রণাম করা হয় যে মন্ত্রে তার অর্থ এই যে ‘যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করছেন, যারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, যাদের নিকট অভীষ্ট-ফলের কামনা করলে যারা সকল বাঞ্ছিত-ফল দান করতে সমর্থ এবং কোন ফলের কামনা না করলেও যারা মুক্তি প্রদান করতে সক্ষম , সেই পিতৃগণকে প্রণাম করি’।

এরপর সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূর্ব্বদিকে মুখ করে ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ, ভাস্বতে... মন্ত্রে জল দেওয়া হয়, তারঅর্থ- হে পরম ব্রহ্মস্বরূপ সবিত্রিদেব ! আপনি তেজস্বী, দীপ্তিমান ; বিশ্বব্যাপী তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; আপনাকে প্রণাম করি।

জোড় হাতে বলা হয়- ওঁ নমঃ জবাকুসুম-সংঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং... মন্ত্রে প্রণাম জানানো হয় সূর্য্যদেবকে যার অর্থ□জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তশালী, তমোনাশী, সর্ব্বপাপ নাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি। এবং সর্বশেষে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য-সমাধান ও জপের দ্বারা আমরা তর্পণের সমাপ্তি করে থাকি। নানান শাস্ত্রীয় তথ্য প্রমান সংগ্রহ করে প্রাঞ্জলতা সহকারে আপনাদের কাছে হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতির আলোকে পিতৃপক্ষের তর্পণাদি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম।। আশা করছি সকলে মিলে দায়িত্বশীল ভাবে নিজের সংস্কৃতি ও পিতৃপুরুষের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা করবেন এবং অবশ্য কর্তব্য রুপে পিতৃতর্পণ করবেন।।বর্তমান দিনে পিতৃপক্ষে কিছু সংখ্যক মানুষের তর্পণের আগ্রহ দেখে মনে হয় যে আমাদের কাছে আমাদেরই পূর্বজদের অনুষ্ঠিত কিছু আচার অনুষ্ঠান এখনও সমাদৃত আছে।